তামাক এবং তামাকের বিকল্প ফসল চাষ: কুষ্টিয়ার একটি চিত্র

১. ভূমিকা

১.১ পটভূমি

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯ এর তথ্য অনুযায়ী জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৩.৩২ শতাংশ। এর মধ্যে শস্য খাতের ভূমিকাই প্রধান যার অবদান ৭.১২ শতাংশ। বাংলাদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের মধ্যে তামাক অন্যতম। বিশেষ করে অর্থকরী ফসল হিসেবে তামাকের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বাংলাদেশে মূলত তিনটি অঞ্চলে তামাক চাষ হয় যথা: রংপুর বিভাগের লালমনিরহাট ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, খুলনা বিভাগের কুষ্টিয়া ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল।

বিংশ শতাব্দীর ষাট দশকের মাঝামাঝিতে বাংলাদেশে তামাক চাষ শুরু হয় এবং স্বাধীনতার পর তামাক চাষের আওতা এ দেশে সম্প্রসারিত হয়। পরবর্তীতে গাঙ্গেয় সমতলভূমি কুষ্টিয়ায় তামাকের বিস্তার লাভ করে। তামাক উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে চায়নার স্থান বিশ্বে প্রথম এবং বাংলাদেশের অবস্থান ১১ তম (ওয়ার্ল্ড ম্যাপস, ২০১৪)। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ১.১৫ লক্ষ একর জমিতে তামাক চাষ হচ্ছে (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৬), যার মধ্যে বৃহত্তর কুষ্টিয়ায় ৩৬.৪৪ হাজার একর, বৃহত্তর রংপুরে ১১.১৭ হাজার একর এবং চট্টগ্রামে ১০.৩১ হাজার একর জমিতে তামাকের চাষ হচ্ছে ।

বাংলাদেশ কৃষি পরিসংখ্যান ২০১৬ অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে তামাক চাষের আওতায় মোট জমি ৯.২ শত একর হ্রাস পেয়েছে অর্থ্যাৎ প্রতি বছর গড়ে ৪.৬ শত একর হ্রাস পেয়েছে । যা বাংলাদেশে তামাক চাষের আওতায় মোট জমির ০.৪ শতাংশ। তা সত্বেও তামাকের উৎপাদন ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থ্যাৎ প্রতি বছর গড়ে ১.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মূল কারন হচ্ছে তামাক চাষের ক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার, তামাক উৎপাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশলের ব্যবহার এবং সর্বোপরি তামাক কোম্পানী কর্তৃক তামাক চাষিদের নিয়মিত তত্ত্বাবধায়ন ও প্রণোদনা প্রদান ইত্যাদি।

বাংলাদেশে মূলত তিন ধরনের তামাক চাষ হয় যথা: জাতি তামাক, মতিহারি তামাক এবং ভারজিনিয়া তামাক। এর মধ্যে ভারজিনিয়া তামাকই বেশির ভাগ জমিতে চাষ করা হয় (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০১৬)।

বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহার পূর্বের তুলনায় বর্তমানে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের 'Global Tobacco Control Program' শীর্ষক এক টেকনিক্যাল রিপোর্ট-এর তথ্য মতে ২০০৯ সালে যুবকদের

মধ্যে শতকরা ৪৩ ভাগ তামাক ব্যবহার করত যা ২০১৭ সালে ৩৫ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে । কিন্তু লক্ষ্যনীয় যে ১৩-১৭ বছরের ছেলে-মেয়েরা তামাক ব্যবহারের সাথে সরাসরি জড়িত এবং এর শতকরা হার ৭ ভাগ। তামাক ব্যবহারের ফলে মানুষের স্বাস্থ্য মারাত্নক ঝুঁকির মধ্যে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে প্রতি বছর বিশ্ব ব্যাপী ৭ মিলিয়নের বেশি লোক তামাক ব্যবহারের কারনে মৃত্যুবরণ করে। যার মধ্যে বাংলাদেশে মৃত্যুবরণ করে ৯২,১০০ জনেরও বেশি (দ্যা ডেইলি স্টার, ৩০ অক্টোবর ২০১৯)।

২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহার শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ এবং Tobacco Cultivation Control Policy 2017 অনুমোদন করেছে। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ শাখা 'Health Improvement Surcharge Management Policy 2016' অনুমোদন করেছে। উক্ত নীতিমালার উদ্দেশ্য হচ্ছে তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং তামাকের কারনে নন কমিউনিকেবল রোগসমূহ নিরাময় করা।

পিকেএসএফ ইতোমধ্যে তামাক উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কৃষি ইউনিটের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে **'তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস্য সৃষ্টি'** শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমটি সহযোগী সংস্থা **'দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা'**, **'ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ESDO)'**এবং **'ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (YPSA)'**-এর মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে কার্যক্রমটি কুষ্টিয়া, লালমনিরহাট, কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং জুন ২০১৯ পর্যন্ত এ কার্যক্রমের আওতায় সর্বমোট **১৬.১২** মিলিয়ন টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে, বিগত ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে পিকেএসএফ এর ২২২তম অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় তামাকচাষিদের তুলনায় তামাক চাষ থেকে সরে এসে বিকল্প ফসলভিত্তিক শস্যবিন্যাস অনুসরণকারী কৃষকগণ কী পরিমাণ মুনাফা অর্জন করছে, তামাকচাষিরা কী ধরনের প্রণোদনা পাচ্ছে, তামাকমুক্ত ফসল উৎপাদন হচ্ছে কিনা তা নিরুপন করে গবেষণামূলক তথ্য প্রদানের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। ফলে বিষয়টি নিয়ে পিকেএসএফ-এর নিজস্ব উদ্যোগে স্বল্প ব্যয়ে গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে একটি গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরুপ:

১. তামাক চাষি এবং তামাক চাষ থেকে সরে এসে বিকল্প ফসল চাষকারী কৃষকদের মুনাফা অর্জনের পরিমাণ নিরুপন করা;

২. তামাক চাষি এবং তামাক চাষ ছেড়ে বিকল্প ফসল উৎপাদনকারী কৃষকেরা কী ধরনের প্রণোদনা পাচ্ছে এবং কারা এসকল প্রণোদনা দিচ্ছে তা নির্ণয় করা;

৩. তামাকমুক্ত শস্য উৎপাদন হচ্ছে কি না তা নিরুপন করা; এবং

৪. কৃষকদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর তামাক চাষের প্রভাব নিরূপন করা ।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণাটি প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি তথ্যের ওপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে তামাকের প্রসার কমানোর লক্ষ্যে তামাকের আওতাধীন জমিতে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও তামাক চাষিদের বহুমূখী আয়ের উৎস সৃষ্টির জন্য পিকেএসএফ-এর কৃষি ইউনিট কুষ্টিয়া, লালমনিরহাট, কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলায় 'তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমূখী আয়ের উৎস সৃষ্টি' শীর্ষক একটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উল্লিখিত জেলাগুলোর মধ্যে কুষ্টিয়া জেলায় ব্যাপকভাবে তামাক চাষ হওয়ায় এবং অধিক সংখ্যক কৃষক তামাক চাষের সাথে জড়িত হওয়ায় গবেষণাটির তথ্য সংগ্রহের জন্য কুষ্টিয়া জেলাকে নির্বাচন করা হয়। গবেষণাটির তথ্য সংগ্রহের জন্য তামাক চাষি, তামাক চাষ থেকে সরে এসে বিকল্প ফসল উৎপাদনকারী চাষি এবং সহযোগী সংস্থা এ তিনটি দলের জন্য ৩ টি পৃথক পৃথক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। এ তিন ধরনের প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার বারইপাড়া ইউনিয়নের ফকিরাবাদ ও কেওপুর গ্রামে ২ টি এফজিডি (Focus Group Discussion) ও ১১ টি কেআইআই (Key Informants Interview) করা হয়। প্রতিটি এফজিডিতে তামাক চাষ করছেন এবং তামাক চাষ থেকে সরে এসে বিকল্প ফসল চাষ করছেন এরুপ ২০ জন করে চাষি অংশগ্রহণ করেন। অর্থাৎ এ গবেষণাটিতে মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ছিল ৫১ জন। ১১টি কেআইআই ও ২টি এফজিডির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কৃষকদের শস্যভিত্তিক মুনাফার পরিমাণ নিরুপন করা হয়। গবেষণাটির জন্য এফজিডি ও কেআইআই ছাড়াও সেকেন্ডারি উৎস যেমন: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ইত্যাদি থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

স্বল্প ব্যয়ে এবং স্বল্প সময়ে গবেষণাটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুধুমাত্র কুষ্টিয়া জেলার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া ছোট আকারের নমুনার ওপর ভিত্তি করে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ফলে এ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার জন্য সরলীকরণ করা সঠিক হবে না।

২.০ তামাক ও তামাকের বিকল্প ফসল চাষ হতে মুনাফা

এক দশক আগেও কৃষক মনে করতেন তামাক চাষ করলেই অনেক মুনাফা হয়। বিষয়টি এখন পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে কুষ্টিয়া জেলার তামাক চাষিরা প্রধানত তামাক চাষের জন্য আগাম অর্থ প্রাপ্তি এবং উৎপাদিত তামাকের বাজারজাতকরণে নিশ্চয়তার জন্যই তামাক চাষ করছেন। এছাড়া তামাক চাষের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞতা, দীর্ঘকাল যাবৎ জমিতে কেবল তামাকেরই আবাদ হওয়া, পাশাপাশি জমিতে তামাক ব্যতীত অন্যান্য ফসল কেউ চাষ না করা, তামাকের মৌসুমে তামাক ব্যতীত অন্যান্য ফসল আবাদ করলে ঐ সকল ফসলে পোকার আক্রমন বেশি হওয়া, অন্যান্য ফসলের বাজারজাতকরণে অসুবিধা এবং সর্বোপরি তামাক বিক্রির ফলে এককালীন মোটা অংকের অর্থ পাওয়া যায় যা অন্যান্য ফসল চাষ করলে পাওয়া যায় না ইত্যাদি কারণে কৃষকেরা মূলত তামাক চাষ করে থাকে।

২টি এফজিডির মাধ্যমে ৪০ জন কৃষক বিগত এক বছরে তাদের নিজস্ব জমিতে কী কী ফসল উৎপাদন করেছেন এবং বিঘা প্রতি উৎপাদিত ফসলের বিক্রয়মূল্য ও খরচের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিঘাপ্রতি উৎপাদিত ফসলের মুনাফা এবং আয়-ব্যয়ের অনুপাত হিসাব করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, খরচের ক্ষেত্রে পারিবারিক শ্রম সকল ফসলের জন্যই বাদ দেয়া হয়েছে। নিম্নের ছকে বিগত এক বছরে কৃষকদের নিজস্ব জমিতে উৎপাদিত ফসলের নাম, বিঘা প্রতি মুনাফা এবং আয়-ব্যয়ের অনুপাত উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ২.১: বিগত এক বছরে নিজস্ব জমিতে বিঘাপ্রতি (৩৩ শতাংশ) উৎপাদিত ফসলের আয়, ব্যয়, মুনাফা ও আয়-ব্যয়ের অনুপাত

ফসলের নাম	ফসল উৎপাদন সময়কাল	মোট আয়	মোট ব্যয়	বিঘা প্রতি মুনাফা (৩৩ শতক)	ফসলের আয়-ব্যয়ের অনুপাত (BCR)
ঢেঁড়স	২-৩ মাস	৪৫০০০	৭০০০	৩৮০০০	৬.৪৩
খিরা	৩ মাস	৪৩০০০	৮০০০	৩৫০০০	৫.৩৮
পেঁয়াজ	৩ মাস	৩৭০০০	১০০০০	২৭০০০	৩.৭০
তামাক	৫-৬ মাস	৫২০০০	২৫০০০	২৭০০০	২.০৮
আলু	৩ মাস	৪৫০০০	১৮০০০	২৭০০০	২.৫০
ফুলকপি	৩ মাস	৪০০০০	১৫০০০	২৫০০০	২.৬৭
বাঁধাকপি	৩ মাস	৩৫০০০	১০০০০	২৫০০০	৩.৫০
লাউ	৩ মাস	৩৫০০০	১০০০০	২৫০০০	৩.৫০
ডাটা	৩ মাস	৩০০০০	৫০০০	২৫০০০	৬.০০
ভুট্টা	৪ মাস	২৩৮০০	১০০০০	১৩৮০০	২.৩৮
ঝিঙ্গা	৩ মাস	১৮০০০	৫০০০	১৩০০০	৩.৬০
গম	৪ মাস	১৬০০০	৬০০০	১০০০০	২.৬৭
ধান	৪ মাস	১২৬০০	৫০০০	৭৬০০	২.৫২

উৎস: প্রাথমিক তথ্য, অক্টোবর ২০১৯

উক্ত টেবিলের তথ্য হতে দেখা যায় যে, তামাকের তুলনায় বিকল্প ফসল চাষে বিঘাপ্রতি মুনাফার পরিমাণ ঢেঁড়স ও খিরার ক্ষেত্রে বেশি। নিজস্ব জমিতে তামাক চাষে বিঘা প্রতি মুনাফা হয় ২৭০০০ টাকা, এর তুলনায় ঢেঁড়স ও খিরা চাষে যথাক্রমে ১১০০০ টাকা ও ৮০০০ টাকা বেশি মুনাফা হয় । পেঁয়াজ ও আলু চাষে তামাকের সমপরিমাণ মুনাফা হয়। বিঘা প্রতি সবচেয়ে কম মুনাফা হয় ধান চাষে মাত্র ৭৬০০ টাকা। তামাক মূলত ৬ মাসী ফসল (১৫ নভেম্বর থেকে ১৫ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত)। অপরদিকে ঢেঁড়স ২-৩ মাসী; খিরা, পেঁয়াজ, আলু, ফুলকপি/বাঁধাকপি, লাউ, ঝিঙ্গা ইত্যাদি ৩ মাসী; গম, ভুট্টা, ধান ইত্যাদি ৪ মাসী ফসল। অর্থ্যাৎ এক বার তামাক চাষ করার সময়ে প্রায় দুইবার বিকল্প ফসল চাষ করা যায়। সেই হিসেবে তামাকের চেয়ে বিকল্প ফসল চাষে মুনাফার পরিমাণ বেশি। উক্ত টেবিলের তথ্য থেকে আরো প্রতীয়মান হয় যে, সবজি জাতীয় ফসলের তুলনায় দানাদার ফসল যেমন: ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি চাষে মুনাফার পরিমাণ কম।

অপরদিকে যদি ফসলের আয়-ব্যয়ের অনুপাত তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যায় ঢেঁড়স ও ডাটা চাষে প্রতি ১ টাকা বিনিয়োগ করলে কমপক্ষে ৬ টাকা আয় হয় । অপরদিকে খিরা, পেঁয়াজ, ঝিঙ্গা, বাঁধাকপি ও লাউ চাষে

প্রতি ১ টাকা বিনিয়োগে যথাক্রমে ৫.৩৮, ৩.৭, ৩.৬, ৩.৫ ও ৩.৫ টাকা আয় হয়। কিন্তু তামাক চাষে প্রতি ১ টাকা বিনিয়োগে মাত্র ২.০৮ টাকা আয় হয় যা অন্যান্য সকল ফসলের আয়-ব্যয়ের অনুপাতের তুলনায় কম । অর্থ্যাৎ তামাক চাষে মুনাফার পরিমাণ অন্যন্য বিকল্প ফসলের মুনাফার তুলনায় কম।

কুষ্টিয়া জেলার বেশিরভাগ কৃষক জমি লীজ নিয়ে তামাক চাষ করে থাকেন। কৃষকদেরকে জমি লীজ বাবদ বিঘা প্রতি ৬ মাসের জন্য ৮০০০ থেকে ১০০০০ টাকা প্রদান করতে হয়। সে অনুযায়ী, লীজ নেয়া জমিতে তামাক চাষি নিজস্ব জমিতে তামাক চাষের তুলনায় কমপক্ষে ৮০০০ টাকা কম মুনাফা করেন।

এছাড়া তামাক উৎপাদন পরবর্তীতে তামাক পাতার আটি বাধা, তামাক পাতা পোড়ানো ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের জন্য তামাক চাষীসহ পরিবারের সকল সদস্যকে রাত-দিন পরিশ্রম করতে হয়। এ সময় বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না এবং মহিলারা বিশ্রামের কোন সময় পায় না। অনেকসময় অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বিকল্প ফসল চাষের ক্ষেত্রে এ ধরনের অতিরিক্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। সে সময় বিকল্প ফসল চাষিরা দিশা কুষ্টিয়ার সহায়তায় ও পরামর্শে ফসল চাষের পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম যেমন: বৈজ্ঞানিকভাবে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন, টার্কি পালন, পেকিন হাঁস পালন ইত্যাদি পালন করে বহুমূখী আয়ের উৎস সৃষ্টি করছে।

উল্লেখ্য, তামাকের শস্য আবর্তন সময় এবং বিকল্প ফসলের শস্য আবর্তন সময় ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় একটি মৌসুমে তামাকের উৎপাদন ও মুনাফার সাথে বিকল্প ফসলের একবার উৎপাদন ও মুনাফার তুলনা করলে সঠিক হবে না। বর্ণিত প্রেক্ষিতে, তামাক চাষিরা বিগত এক বছরে যে পরিমাণ জমিতে (নিজস্ব) তামাক চাষ করেছেন সে পরিমাণ জমিতে তামাকের পর আর কী কী ফসল চাষ করেছেন সে সকল ফসলের বিঘা প্রতি উৎপাদন, বিক্রয়মূল্য ও খরচ সংক্রান্ত তথ্য আলাদা আলাদা সংগ্রহ করে গত এক বছরে গড়ে বিঘা প্রতি কত টাকা মুনাফা করেছেন তা নিরূপন করা হয়। পাশাপাশি যে সকল কৃষক পূর্বে তামাক চাষ করতেন কিন্তু বর্তমানে তামাক চাষ ছেড়ে দিয়ে নিজস্ব জমিতে বিগত এক বছরে যে সকল বিকল্প ফসল চাষ করেছেন সে সকল ফসলের বিঘা প্রতি উৎপাদন, বিক্রয়মূল্য ও খরচ সংক্রান্ত তথ্য আলাদা আলাদা নিয়ে এক বছরে গড়ে কতটাকা মুনাফা করেছেন তা নিরূপন করা হয়। তারপর এক বছরে তামাক চাষিদের বিঘা প্রতি গড় মুনাফার সাথে বিকল্প ফসল চাষিদের বিঘা প্রতি গড় মুনাফার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে, ২টি এফজিডিতে ৪০ জন অংশগ্রহণকারী চাষি ছাড়াও ৫ জন তামাক চাষি ও ৫ জন বিকল্প ফসল চাষি (মোট ১০ জন)-কে আলাদাভাবে Key Informants হিসেবে Interview করা হয়।

নিম্নে গত এ বছরে বিঘাপ্রতি তামাক চাষিদের গড় মুনাফার সাথে বিকল্প ফসল চাষিদের গড় মুনাফা ও ফসলের আয়-ব্যয়ের অনুপাত উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ২.২: তামাক চাষ ও বিকল্প ফসল চাষ হতে এক বছরে বিঘা প্রতি উৎপাদিত ফসলের গড় মূল্য, উৎপাদন খরচ, মুনাফা ও ফসলের আয়-ব্যয়ের অনুপাত

জমির ধরন	উৎপাদিত ফসল	উৎপাদিত ফসলের মূল্য	উৎপাদন খরচ	মুনাফা	উৎপাদিত ফসলের আয়-ব্যয়ের অনুপাত
তামাক চাষকৃত জমি	তামাকসহ অন্যান্য ফসল	৭৫,৬১৩	৩৬,০২৭	৩৯,৫৮৬	২.১০
বিকল্প ফসল চাষকৃত জমি	তামাক ব্যতীত বিকল্প ফসল	৬৭,২০৭	১৯,০৭০	৪৮,৯৩৭	৩.১৭

উৎস: প্রাথমিক তথ্য, অক্টোবর ২০১৯

উক্ত টেবিলের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, তামাক চাষের তুলনায় বিকল্প ফসল চাষে এক বছরে বিঘাপ্রতি গড়ে ৯৩৫১ টাকা বেশি মুনাফা হয়। অর্থ্যাৎ বিকল্প ফসল চাষে তামাক ভিত্তিক ফসলের তুলনায় বিঘাপ্রতি প্রায় শতকরা ২৪ ভাগ বেশি মুনাফা করে থাকে। যদিও তামাক ভিত্তিক উৎপাদিত ফসলের গড় মূল্য বিকল্প ফসল ভিত্তিক উৎপাদিত ফসলের গড় মূল্যের চেয়ে বেশি, কিন্তু তামাক চাষে খরচ বেশি হওয়ায় বিঘাপ্রতি মুনাফা কম হয়েছে। বিকল্প ফসল চাষে শস্য বৈচিত্র্য বেশি অর্থ্যাৎ বিকল্প ফসল চাষকৃত জমিতে একই সময়ে একাধিক ধরনের ফসল একসাথে আবাদ করা যায়। গবেষণার তথ্য সংগ্রহকালীন সময়ে দেখা গিয়েছে একজন বিকল্প ফসল চাষি তার এক বিঘা জমিতে একই সময়ে মূলা শাক, পালং শাক ও ধনে পাতার আবাদ করেছে। সারণি-২.২ থেকে দেখা যায় যে, তামাক ভিত্তিক ফসল চাষে আয়-ব্যয়ের অনুপাত ২.১০। অর্থ্যাৎ তামাক ভিত্তিক ফসল চাষে বছরে ১ টাকা বিনিয়োগ করলে ২.১০ টাকা আয় হয় অথবা ১.১০ টাকা মুনাফা হয়। অপর দিকে বিকল্প ফসল চাষে বছরে ১ টাকা বিনিয়োগ করলে ৩.১৭ টাকা আয় হয় অথবা ২.১৭ টাকা মুনাফা হয়। অর্থ্যাৎ বিকল্প ফসল চাষে তামাক ভিত্তিক ফসলের তুলনায় প্রতি ১ টাকা বিনিয়োগে বছরে গড়ে ১.০৭ টাকা বেশি মুনাফা হয়।

৩.০ তামাক চাষি এবং তামাক চাষ থেকে সরে আসা চাষিদের প্রণোদনা

কুষ্টিয়া জেলার মাটি অত্যন্ত উর্বর হওয়ার এ এলাকায় ব্যাপকভাকে তামাক চাষ শুরু হয়েছে স্বাধীনতার পর পরই। তামাক চাষে উদ্বুদ্ধকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই চাষিদেরকে তামাক চাষের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দিয়ে আসছে। এলাকায় যে সকল প্রতিষ্ঠান তামাক চাষের ব্যাপারে প্রণোদনা দিয়ে থাকে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ব্রিটিশ আমেরিকা টোব্যাকো কোম্পানী, আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানী, জাপান টোব্যাকো কোম্পানী, জামিল টোব্যাকো কোম্পানী, আকিজ বা আদ্‌দীন টোব্যাকো কোম্পানী, নাসির টোব্যাকো কোম্পানী

ইত্যাদি। কুষ্টিয়া জেলার এসকল কোম্পানীর মধ্যে ব্রিটিশ আমেরিকা টোব্যাকো কোম্পানীর আওতাভুক্ত এলাকা প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ। এলাকার সকল টোব্যাকো কোম্পানীগুলো কৃষকদেরকে প্রায় একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে। অপরদিকে বিকল্প ফসল উৎপাদনকারী কৃষকদেরকে সহযোগিতা প্রদানকারী হিসেবে **'দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা'** এর ভূমিকাই মুখ্য। এলাকায় তামাক চাষিদেরকে তামাক কোম্পানীগুলো এবং তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদনে 'দিশা' কী ধরনের প্রণোদনা দিচ্ছে তা নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৩.১: তামাক চাষি এবং তামাক চাষ থেকে সরে এসে বিকল্প ফসল উৎপাদনকারী চাষিদের প্রদত্ত প্রণোদনা

প্রণোদনার ধরন	তামাক চাষিদের তামাক কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত প্রণোদনা	তামাক চাষ ছেড়ে বিকল্প ফসল উৎপাদনকারী চাষিদের সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত প্রণোদনা
১. উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সুবিধা প্রদান	সাধারণত তামাক কোম্পানীগুলো তামাক চাষিদের উৎপাদিত তামাক বাজারজাতকরণ ও পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন।	উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কোন প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয় না।
২. তামাক ক্রয়ের আগাম লিখিত চুক্তি করে থাকে	তামাক কোম্পানীগুলো চাষিদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ তামাক ক্রয়ের আগাম চুক্তি করে থাকে। যদি কোন তামাক চাষি কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত তামাক উৎপাদন করে, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদিত তামাক উল্লিখিত কোম্পানী নিতেও পারে আবার নাও নিতে পারে। এক্ষেত্রে তামাক চাষিগণ তাদের অতিরিক্ত উৎপাদিত তামাক স্থানীয় তামাক কোম্পানীর নিকট বিক্রি করে দেয়।	এ ধরনের কোন সুযোগসুবিধা বিকল্প ফসল চাষিদের প্রদান করা হয় না।
৩.সার	তামাক চাষের প্রয়োজনীয় সার কেনার জন্য সুদবিহীন আগাম অর্থ দেয়া হয়।	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২০০ জন কৃষককে সার ও বীজ বাবদ জনপ্রতি ৩৫০০ টাকা (সার বাবদ ২০০০ টাকা এবং বীজ বাবদ ১৫০০ টাকা) করে অনুদান দেয়া হয়। বর্তমান ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২০০ জন কৃষককে বিঘাপ্রতি শুধুমাত্র বীজ বাবদ জনপ্রতি ১০০০ টাকা অনুদান দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫০ জন কৃষককে জৈব সার (ট্রাইকোকম্পোষ্ট) তৈরির স্থান ও প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা হয়েছে (অনুদান হিসেবে)।
৪.বীজ	তামাক চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ কোম্পানীগুলো অনুদান হিসেবে কৃষকদের প্রদান করে।	

প্রণোদনার ধরন	তামাক চাষিদের তামাক কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত প্রণোদনা	তামাক চাষ ছেড়ে বিকল্প ফসল উৎপাদনকারী চাষিদের সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত প্রণোদনা
৫. ফসল উৎপাদনের টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রদান	তামাক চাষের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে হার্ভেস্টকালীন সময় পর্যন্ত মাঠপর্যায়ে সর্বদা একাধিক মাঠকর্মীর মাধ্যমে তামাক চাষীদেরকে তামাক চাষের কলাকৌশল হাতে কলমে শিখিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া তামাক চাষের নিত্যনতুন আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে চাষীদের অবহিত করা হয় এবং হাতে কলমে শিখিয়ে দেয়া হয়।	সহযোগী সংস্থা থেকে চাষীদেরকে বিকল্প ফসল চাষের ব্যাপারে সর্বদা পরামর্শ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি বিকল্প ফসল চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে দলীয়ভাবে একটি নির্দিষ্ট যায়গায় আলাদাভাবে একাধিক চাষিকে (প্রতি ব্যাচে ২৫ জন) একসাথে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
৬.আগাম অর্থ প্রদান	তামাক কোম্পানীগুলো তামাক চাষের জন্য সার, কীটনাশক, পলিথিন সেড ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য কৃষকদেরকে সুদবিহীন আগাম অর্থ (সাধারণত ১০,০০০-১১,০০০ টাকা) প্রদান করে থাকে। কোম্পানীগুলো উক্ত অর্থ মাঠ থেকে তামাক তোলার প্রথম ধাপেই তামাকের বিক্রয়মূল্য থেকে কেটে রেখে বাকী টাকা পরিশোধ করে থাকে।	সুদবিহীন আগাম অর্থ প্রদান করা হয় না। তবে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের আওতায় নমনীয় সুদে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।
৭.কীটনাশক/ছত্রাকনাশক ক্রয়	তামাক চাষের কীটনাশক/ছত্রাকনাশক কেনার জন্য আগাম অর্থ দেওয়া হয়।	প্রধানত জৈব বালাইনাশক (ফেরোমেন টেপ, স্টিকি টেপ (ফসলে জাবপোকার আক্রমণ দমনে হলুদ রঙের আঠালো ফাঁদ) ইত্যাদি) প্রদান করা হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সীমিত পরিমাণে রাসায়নিক বালাইনাশকও প্রদান করা হয়।
৮.পলিথিন সেড ক্রয়ের জন্য সুদবিহীন আগাম অর্থ প্রদান	চারা অবস্থায় তামাক গাছের যেন কোন ক্ষতি না হয় (বৃষ্টির পানি পড়ে ছোট তামাকপাতা যেন নষ্ট না হয়) সেজন্য প্রতিটি চারার জন্য পলিথিন সেড প্রয়োজন হয়। উক্ত পলিথিন সেড ক্রয়ের জন্য কৃষকদেরকে সুদবিহীন আগাম অর্থ প্রদান করা হয়।	সাধারণ সবজি যেমন ফুলকপি, বাধাকপি, লাউ ইত্যাদি গাছের চারা অবস্থায় যেন পোকা বা বৃষ্টির পানির কারণে নষ্ট না হয় সেজন্য পলিথিন সেড দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সহযোগী সংস্থা হতে কোন প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা হয় না। তবে সহযোগী সংস্থার নিয়োগপ্রাপ্ত কৃষি কর্মকর্তা কৃষকদেরকে এ ব্যাপারে সচেতন করেন।
৯.তামাক পাতা শুকানোর (কিউরিং) জন্য ঘর তৈরিতে টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেয়া হয়	তামাকের পাতা শুকানো/কিউরিং করার জন্য একটি নির্দিষ্ট ঘরের প্রয়োজন হয়। তামাক পাতা শুকানোর ঘর তৈরিতে তামাক কোম্পানিগুলো থেকে তামাক চাষীদের টেকনিক্যাল কৌশল	প্রযোজ্য নয়

প্রণোদনার ধরন	তামাক চাষিদের তামাক কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত প্রণোদনা	তামাক চাষ ছেড়ে বিকল্প ফসল উৎপাদনকারী চাষিদের সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত প্রণোদনা
	যথা: ঘর কিভাবে তৈরি করলে তামাক পাতা শুকাতে ভাল হবে এবং ঘরের ভিতরে আগুন জ্বালালে ধোয়া পাইপের মাধ্যমে কিভাবে বাহিরে বের করে দেওয়া যায় ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়।	
১০.মাঠ পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধায়ন করা	তামাক চাষের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে মাঠে যতদিন তামাক থাকে ততদিন পর্যন্ত সর্বদা (প্রতিদিন) একাধিক মাঠকর্মী (প্রায় ২০-২৫ জন) বারইপাড়া ইউনিয়নের ১৬ টি গ্রামের প্রায় ৪০০০ কৃষকের মাঠ পরিদর্শন, তত্ত্বাবধায়ন এবং পরামর্শ প্রদান করেন। উল্লেখ্য, তামাক চাষিগণ অনেক আগে থেকেই তামাক চাষের সাথে জড়িত হওয়ায় তামাক চাষের ক্ষেত্রে তাদেরকে ফলোআপের জন্য মাঠকর্মীদের বেশি পরিশ্রম করতে হয় না।	মাঠে ফসল থাকাকালীন সময়ে সর্বদা একাধিক মাঠকর্মী (৫ জন) বারইপাড়া ইউনিয়নের ৩টি গ্রামের প্রায় ১০০০ জন কৃষকের মাঠ পরিদর্শন, তত্ত্বাবধায়ন এবং পরামর্শ প্রদান করেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, বিকল্প ফসল চাষিদের চাষের অভিজ্ঞতা বেশিদিনের না হওয়ায় তাদেরকে ফলোআপের ক্ষেত্রে মাঠকর্মীদের বেশি শ্রম দিতে হয়।
১১.কো-কো ডাস্ট-এ চারা তৈরির উপকরণ প্রদান	প্রযোজ্য নয়	এ পর্যন্ত প্রায় ১০ জন কৃষককে কো-কো ডাস্ট এ চারা তৈরির উপকরণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
১২.সচেতনতামূলক সভা	তামাক চাষের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে মাঠপর্যায়ে কোন সচেতনতামূলক সভা করা হয় না।	প্রতি বছর প্রায় ৮০-১০০ জন কৃষককে নিয়ে তামাক চাষের ক্ষতিকর প্রভাব, বিকল্প ফসল চাষের উপকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে একটি সচেতনতামূলক সভা করা হয়।

৪.০ তামাক চাষের প্রভাব

তামাক চাষীদের তামাক চাষের ফলে নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দিয়েছে। তামাকের প্রভাবে যে সকল স্বাস্থ্যগত সমস্যা হয়ে থাকে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্রনিক ব্রংকাইটিস, শ্বাসকষ্ট, হার্ট অ্যাটাক, ক্যান্সার (বিশেষ করে ফুসফুস ক্যান্সার) ইত্যাদি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে প্রতি বছর তামাকের প্রভাবে বিশ্বে প্রায় ৬ মিলিয়ন লোকের মৃত্যু হয় যা অন্যান্য সকল মৃত্যুর ১০ শতাংশ।

তামাক চাষের কারণে কুষ্টিয়ার তামাক চাষিদের যেসকল স্বাস্থ্যগত ও পরিবেশগত সমস্যা হয়েছে সে সম্বন্ধে উত্তরদাতাগণের ধারনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. শ্বাসকষ্ট, পেটে ব্যথা, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব, খেতে না পারা, ডায়রিয়া, চোখে কম দেখা, চর্মরোগ, প্রতিবন্ধি শিশু জন্মগ্রহণ করা, মহিলাদের বন্ধ্যাত্বতা ইত্যাদি । এমনকি জরিপ এলাকায় তামাক চাষের সাথে অন্তর্ভুক্ত ২ জন কৃষকের ক্যান্সার হয়েছে বলে তামাক চাষিগণ উল্লেখ করেন। এছাড়া কেউপুর ও ফকিরাবাদ প্রতিটি গ্রামের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১.০ ভাগের ও বেশি লোক বর্তমানে প্রতিবন্ধি বলে তামাক চাষিগণ উল্লেখ করেন।

২. তামাক পাতা পোড়ানোর জন্য এলাকায় ব্যাপক হারে বৃক্ষ নিধন করা হয় ফলে পরিবেশের মারাত্নক ক্ষতি হয়।

৩. এলাকায় তামাক চাষের ফলে ফলজ বৃক্ষের (যেমন: আম ও লিচু গাছ) ফলন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

৪. তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে খরের ব্যবহারের ফলে এলাকায় গো-খাদ্যের অভাব দেখা দেয়।

৫. তামাক চাষের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে হার্ভেস্টকালীন সময় পর্যন্ত তামাক চাষীসহ পরিবারের সকল সদস্যকে অনেক শ্রম দিতে হয়। বিশেষ করে তামাক হারভেস্টকালীন সময়ে অতিরিক্ত কাজের জন্য বিদ্যালয় গমনুপযোগী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে দিয়ে তামাক পাতা গুছি দেয়ার (ছোট ছোট আর্টি বাধা) কাজে ব্যবহার করা হয়। ফলে সেই সময় ছেলে মেয়েরা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না এবং তাদের লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। এছাড়া অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তামাক চাষের পর অনেক কৃষক অসুস্থ্য হয়ে পড়ে।

৫.০ তামাকমুক্ত শস্য উৎপাদনের চিত্র

বর্তমানে কুষ্টিয়া জেলায় প্রায় ৭৫ ভাগ জমিতে তামাকের মৌসুমে তামাক চাষ হয় যা ৩ বছর পূর্বে প্রায় ৯৫ ভাগ ছিল । অর্থাৎ গত তিন বছরে কুষ্টিয়া জেলায় তামাকের চাষ ২০ শতাংশ পয়েন্ট কমেছে। এলাকায় সহযোগী সংস্থা **দিশা** -এর মাধ্যমে ২০১৭ সাল থেকে **'তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস্য সৃষ্টি'** শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এলাকায় তামাকের পরিবর্তে তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদন করে বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টি করা। ইতোমধ্যে সহযোগী সংস্থা দিশা এলাকার প্রায় ৫০০ (২০১৬-১৭ তে ১০০ জন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২০০ জন এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে আরো ২০০ জন) কৃষককে তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদনের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, যে সকল কৃষক

তামাকের মৌসুমে বিকল্প ফসল চাষ করছেন তারা তাদের আওতাধীন মোট জমিতে বিকল্প ফসল চাষ না করে আংশিক জমিতে করছেন। যেমন: সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহকালীন সময়ে যেমন: সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহকালীন সময়ে দেখা গিয়েছে এক জন কৃষকের ৫ বিঘা জমি ছিল তারমধ্যে ৩ বিঘা জমিতে বিকল্প ফসল চাষ করেছেন এবং বাকী ২ বিঘা জমি অন্য চাষিদের কাছে লীজ দিয়েছেন যাতে তামাক চাষ করা হচ্ছে। আবার আরেকজন কৃষক যার ৪ বিঘা জমি ছিল তারমধ্যে ২ বিঘা জমিতে বিকল্প ফসল চাষ করেছেন এবং বাকী ২ বিঘা জমিতে নিজেই তামাক চাষ করছেন। সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহকালীন সময়ে (অক্টোবর ২২-২৩, ২০১৯) তামাকের মৌসুম না থাকার দরুন (তামাকের মৌসুম মূলত ১৫ নভেম্বর-১৫ এপ্রিল, ৬ মাস) এলাকায় প্রায় ৯০ শতাংশ জমিতে আমন ধানের আবাদ চোখে পড়েছে। আমন ধান ব্যতীত অন্যান্য ফসলের মধ্যে আখ, লাউ, শশা, সীম ইত্যাদি ফসলের আবাদও দেখা গিয়েছে।

৬.০ উপসংহার এবং সুপারিশসমূহ

যে সকল চাষি তামাক চাষের সাথে জড়িত তারা ব্যক্তিগতভাবে তামাক চাষ করতে চায় না, কিন্তু অন্যান্য ফসল চাষাবাদের ক্ষেত্রে নিজেদের পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকা, এলাকার বেশিরভাগ জমিতে তামাকের চাষ হওয়ায় বিকল্প ফসল চাষ করলে পোকার আক্রমন বেশি হওয়া, তামাক চাষ করলে উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণে চাষিদেরকে কোন চিন্তা করতে হয় না এবং তামাক বিক্রীর ফলে চাষিরা একসাথে মোটা অংকের অর্থ পায় যা তাদেরকে পুনরায় তামাক চাষের ব্যাপারে উৎসাহিত করে । তবে তামাক চাষ থেকে সরে আসার জন্য তামাক চাষিরা কিছু সুপারিশ করেছেন যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের জন্য ফসল বিক্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা

এলাকায় তামাক চাষের পর অন্যান্য যে সকল ফসল চাষ করা হয় সে সকল ফসলের বাজারজাতকরণে কৃষকদেরকে নানামূখী সমস্যায় পড়তে হয়। এমনকি যে সকল ফসলের মূল্য সরকার কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত (যেমন: ধান) সে সকল ফসলের ন্যায্যমূল্যও অনেকক্ষেত্রে কৃষক পায় না। তাই কৃষকদেরকে তামাক চাষ থেকে সরে আসার জন্য তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণে অথবা ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সুবিধাপ্রদান করলে কৃষকগণ তামাক চাষ থেকে সরে এসে বিকল্প ফসল চাষ করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। ফসলের বাজারজাতকরণের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে ফসল বিক্রয়কেন্দ্র তৈরির প্রতি তারা গুরুত্বারোপ করেন । এফজিডিতে আগত কৃষকগণ কুষ্টিয়ার সমৃদ্ধি কেন্দ্রটিকে সপ্তাহে একদিন ফসল বিক্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারলে বিকল্প ফসলের বাজারজাতকরণে সুবিধা হতো বলে তারা মত

প্রকাশ করেন। এছাড়া ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য এলাকাভিত্তিক কোল্ড স্টোরেজ তৈরির প্রতিও তারা গুরুত্বারোপ করেন।

২. লাভজনক ফসলচাষে প্রশিক্ষণ প্রদান

কুষ্টিয়া জেলার বেশিরভাগ কৃষক দীর্ঘকাল যাবৎ জমিতে তামাক চাষ করছেন বিধায় তামাক চাষের সকল কৌশল তারা বেশ ভাল জানেন। কিন্তু জমিতে অন্য আর কী কী ফসল চাষ করলে উৎপাদন ভাল হবে এবং তামাকের তুলনায় বেশি মুনাফা করতে পারবেন এ বিষয়ে তাদের জ্ঞান সীমিত। কুষ্টিয়া জেলার বেশিরভাগ তামাক চাষি তামাকের পর ধানের আবাদ করেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই ধানের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় কৃষক ধান চাষ থেকে মুনাফা অর্জন করতে পারে না। তাই তামাকের বিকল্প হিসেবে কোন জমিতে কী ফসল উৎপাদন করলে লাভবান হওয়া যাবে সে বিষয়ে কৃষকদেরকে দিক নির্দেশনা দেয়া এবং পাশাপাশি বিকল্প ফসল উৎপাদনে ফসলভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া বিকল্প ফসল চাষে উচ্চফলনশীল ভাল বীজ কৃষকদেরকে স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করলে বা অনুদান হিসেবে প্রদান করলে তারা উপকৃত হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৩. তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করা

এলাকার বেশিরভাগ কৃষক তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তেমন সচেতন নয়। কৃষকদের স্বাস্থ্যগত যে সকল সমস্যা হয় সেগুলো সাধারণত তামাক উৎপাদনের পর পরই বেশি দেখা দেয়। কিন্তু অনেকসময় কৃষক এগুলো তাদের সাধারণ অসুস্থ্যতা মনে করেন। অপরদিকে তামাকের জমিতে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতাও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে সে বিষয়েও কৃষকগণ সচেতন নয়। তাই এলাকায় তামাকের বিকল্প ফসল চাষাবাদের ক্ষেত্রে প্রথমেই কৃষকদেরকে তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। এজন্য কর্মএলাকায় তামাকচাষিদের সমন্বয়ে বছরে ৩-৪টি সচেতনতামূলক সভা করা যেতে পারে। এছাড়া পিকেএসএফ-এর মোবাইল সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কীয় সচেতনতামূলক নাটিকা প্রচার করা যেতে পারে।

৪. সবজি জাতীয় ফসল চাষে কৃষকদেরকে বেশি উদ্ভুদ্ধ করা

তামাকের বিকল্প ফসল চাষের ক্ষেত্রে কৃষকদের দানাদার শস্য (ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি) জাতীয় ফসলের চেয়ে সবজি জাতীয় শস্য চাষে বেশি উদ্ভুদ্ধ করা যেতে পারে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় দানাদার

ফসল যেমনঃ ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি চাষে সবজি জাতীয় ফসল যেমনঃ ঢেঁড়স, খিরা, পেঁয়াজ/আলু, ফুলকপি/বাঁধাকপি/লাউ ইত্যাদির তুলনায় বিঘা প্রতি কম মুনাফা হয়। এছাড়া দানাদার ফসলের চেয়ে সবজি জাতীয় ফসলের উৎপাদন সময়কালও কম লাগে।

References

Ahmed, S., Sattar, Z. and Alam, K. (2017). *A Global Review of Country Experiences Bangladesh: Illicit Tobacco Trade,* Technical Report of the World Bank Group, Global Tobacco Control Program, page 408-410.

Akhter, F. (2011). *Tobacco Cultivation and its Impact on Food Production in Bangladesh*, UBINIG: Dhaka.

Bangladesh Bureau of Statistics (2017*). Yearbook of Agricultural Statistics 2016*. Ministry of Planning: Dhaka

Government of Bangladesh (2019). *Bangladesh Economic Review 2019*, Ministry of Finance: Dhaka

Hossain, M. M. and Rahman, M. M. (2013). *A Socioe-conomic Analysis on Tobacco Cultivation in Kustia District of Bangladesh*. Social sciences. Vol. 2, No.3, pp. 128-134.

Naher, F. and Chowdhury, A.M.R. (2002). *To Produce or not to Produce: Tackling the Tobacco Dilemma*, Research Monograph Series No. 23, BRAC Research and Evaluation Division: Dhaka.

Palma, P. (2019, October, 30). *New Policy to Cut Tobacco Farming*. The Daily Star, Homepage.

https://en.wikipedia.org/wiki/Health_effects_of_tobacco retrive on 4th November, 2019

https://www.mapsofworld.com/world-top-ten/tobacco-producing-countries.html retrive on 19th November, 2019

www.searo.who.int/bangladesh/tobacco-control/en/ retrive on 14th November, 2019

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) (২০১৭). *তামাক: এক মরণফাঁদ*, পিকেএসএফ, ঢাকা ।